দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 FEB 1990
পৃষ্ঠা ৪

৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস পরীক্ষার খাতা নিয়ে জালিয়াতি প্রসংগে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস পরীক্ষার খাতা নিয়ে যে জালিয়াতির খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করছি।

পরীক্ষার খাতা নিয়ে মাঝে মধ্যে এরূপ খবর আমরা শুনে থাকি সত্য, তবে বিশ্বাস হয়নি। এবার হাতে-নাতে ধরা পড়ার পর বিশ্বাস করতেই হচ্ছে, এতদিন যা শুনে আসছি মুখে মুখে, তা অতিরঞ্জিত নয়। সত্য। কোন কেন্দ্রের খাতা কোন্ পরীক্ষকের নিকট গেছে, তা সঠিকভাবে জেনে সেই পরীক্ষকের বাড়ীতে হানা দেবার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এটা জানা সম্ভব হয়? আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে নিশ্চয় উত্তর পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি মোটা টাকার বিনিময়ে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে এই কাজটি করে থাকেন। সম্প্রতি বি,সি,এস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাবার ঘটনাটিও কম দুঃখজনক নয়।

কুমিল্লার শিক্ষকবৃন্দ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার খাতা নিয়ে যে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন তাকে নিন্দা করার ভাষা নেই। তারা আমাদের শিক্ষক সমাজের কলংক। তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক। কিন্তু এই ঘটনার পিছনে যারা রয়েছেন তাদেরও স্বরূপ উন্মোচন করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

মনে রাখতে হবে, আইন যদি তার নিজস্ব গতিতে চলতে না পারে তবে কোন কিছুতেই কিছু হবে না। আমি সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য বুদ্ধিজীবীসহ বিবেকবান সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অধ্যক্ষ মনোজিৎ মণ্ডল,
পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ,
খুলনা।